কোটচাঁদপুর রেলওয়ে স্টেশনে প্রভাতী ট্রেনের দাবিতে মানববন্ধন

ঝিনাইদহের কোটচাঁদপুরে রেল যোগাযোগের উন্নয়ন ও যাত্রীসেবার মানোন্নয়নের দাবিতে মানববন্ধন ও স্মারকলিপি প্রদান কর্মসূচি পালন করেছে কোটচাঁদপুর রেল যোগাযোগ উন্নয়ন সংগ্রাম কমিটি।

সোমবার আয়োজিত এ কর্মসূচিতে সংগঠনের সভাপতি শরিফুজ্জামান আগা খানের সভাপতিত্বে এবং সদস্যসচিব মনিরুজ্জামানের সঞ্চালনায় বক্তব্য রাখেন সাবেক উপজেলা ভাইস চেয়ারম্যান ও জামায়াতে ইসলামের নায়েবে আমীর মোয়াবিয়া হুসাইন, সাবেক মেয়র ও পৌর বিএনপির সভাপতি সালাউদ্দিন বুলবুল সিডল এবং পৌর মেয়র প্রার্থী শরিফুল ইসলাম।

এ সময় বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার মানুষ, সাংবাদিক, সুধীজন ও স্থানীয় বাসিন্দারা মানববন্ধনে অংশ নেন।

বক্তারা কোটচাঁদপুর রেলওয়ে স্টেশনে প্রভাতী ট্রেনের যাত্রাবিরতি চালু, ডাবল রেললাইন নির্মাণ, দ্বিতীয় প্ল্যাটফর্মে যাত্রী ছাউনি নির্মাণ, সাগরদাঁড়ি এক্সপ্রেস পুনরায় চালু এবং দ্বিতীয় ট্রেন সার্ভিস চালুর দাবি জানান।

তারা বলেন, দীর্ঘদিন ধরে কোটচাঁদপুরবাসী উন্নত রেলসেবার দাবি জানিয়ে আসছেন। এসব দাবি বাস্তবায়িত হলে এ অঞ্চলের মানুষের যাতায়াত আরও সহজ হবে, ব্যবসা-বাণিজ্য ও অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে গতি আসবে এবং স্থানীয় উন্নয়নে ইতিবাচক প্রভাব পড়বে।

মানববন্ধন শেষে নেতৃবৃন্দ উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার মাধ্যমে রেলপথ মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা ও সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কাছে দাবিসংবলিত একটি স্মারকলিপি প্রদান করেন।

কোটচাঁদপুরে জাতীয় পল্লী উন্নয়ন দিবস পালিত

‘উন্নত পল্লী, সমৃদ্ধ দেশ সবার আগে বাংলাদেশ’ প্রতিপাদ্যকে সামনে রেখে ঝিনাইদহের কোটচাঁদপুরে যথাযোগ্য মর্যাদায় জাতীয় পল্লী উন্নয়ন দিবস-২০২৬ পালিত হয়েছে।

সোমবার সকালে দিবসটি উপলক্ষে উপজেলা প্রশাসন ও বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড (বিআরডিবি)-এর যৌথ আয়োজনে একটি বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা বের করা হয়। শোভাযাত্রাটি শহরের প্রধান প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ শেষে উপজেলা পরিষদ চত্বরে এসে শেষ হয়। পরে উপজেলা পরিষদের মিলনায়তন কক্ষে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।

উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা দীপা রানী সরকারের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত আলোচনা সভা সঞ্চালনা করেন উপজেলা তথ্য কর্মকর্তা তানিয়া সুলতানা।

অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য দেন কোটচাঁদপুর উপজেলা বিএনপির সভাপতি আব্দুর রাজ্জাক, সাধারণ সম্পাদক লিয়াকত আলী, জামায়াতের পৌর আমির মোহাদ্দিস আব্দুল কাইয়ুম, কোটচাঁদপুর মডেল থানার অফিসার ইনচার্জ আনসারুল্লাহ, উপজেলা বিআরডিবি কর্মকর্তা শায়লা শারমিন, এনসিপির ঝিনাইদহ-৩ আসনের অ্যাম্বাসেডর হৃদয় আহম্মেদ এবং শেরখালি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক আক্কাস আলী।

বক্তারা গ্রামীণ উন্নয়ন, কর্মসংস্থান সৃষ্টি, দারিদ্র্য বিমোচন এবং টেকসই পল্লী উন্নয়নে সরকারের বিভিন্ন উদ্যোগের গুরুত্ব তুলে ধরেন। একই সঙ্গে দেশের সার্বিক উন্নয়নে পল্লী জনগোষ্ঠীর অংশগ্রহণ আরও জোরদারের ওপর গুরুত্বারোপ করেন।

অনুষ্ঠানে বিভিন্ন সরকারি দপ্তরের কর্মকর্তা, জনপ্রতিনিধি, রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ, শিক্ষক, সাংবাদিক, বিআরডিবির সদস্য এবং স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিরা উপস্থিত ছিলেন।

জাতীয় পল্লী উন্নয়ন দিবসে সাংবাদিকদের পক্ষ থেকে বক্তব্য দেন দৈনিক সমকালের কোটচাঁদপুর প্রতিনিধি সুব্রত কুমার, উপকারভোগী আকিমুল ইসলাম, রোজিনা খাতুন।

কোটচাঁদপুরে রুবি বেকারিকে ২০ হাজার টাকা জরিমানা

ঝিনাইদহের কোটচাঁদপুরে ভ্রাম্যমাণ আদালতের অভিযানে বিভিন্ন অনিয়মের দায়ে রুবি বেকারিকে ২০ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়েছে।

রোববার দুপুরে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট দীপা রানী সরকারের নেতৃত্বে কোটচাঁদপুর-কালীগঞ্জ সড়কের নওদাগা মাঠ এলাকায় অবস্থিত রুবি বেকারিতে এ অভিযান পরিচালিত হয়।

অভিযানকালে বেকারিতে মেয়াদোত্তীর্ণ খাদ্যপণ্য, সরকারি টিসিবির পণ্য সংরক্ষণ, অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ এবং খাদ্য প্রস্তুতকারী কর্মীদের হাতে গ্লাভস ও মুখে মাস্ক না থাকার মতো বিভিন্ন অনিয়ম ধরা পড়ে। এসব অপরাধে ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ আইন অনুযায়ী বেকারির মালিক নুরুল ইসলামকে ২০ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়।

এ সময় কোটচাঁদপুর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের স্যানিটারি ইন্সপেক্টর মুক্তার হোসেন, কোটচাঁদপুর থানার উপপরিদর্শক (এসআই) মুজাহিদুল হাসানসহ পুলিশের সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন।

অভিযোগের বিষয়ে বেকারির মালিক নুরুল ইসলাম নিজেকে নির্দোষ দাবি করে বলেন, তিনি কোটচাঁদপুর শহরের রায় ট্রেডার্স থেকে ময়দা কিনেছেন। সরবরাহকারী যদি মেয়াদোত্তীর্ণ ময়দা দিয়ে থাকেন, তবে তার দায় তাঁর নয়। তবে ময়দার বস্তার মেয়াদ যাচাই না করায় তিনি নিজের ভুল স্বীকার করেন।

সরকারি টিসিবির পণ্য প্রসঙ্গে তিনি বলেন, যে ব্যক্তি তাঁর কাছে এসব পণ্য বিক্রি করেছেন, তিনি একজন সরকারি কর্মকর্তা। তাঁর মোবাইল নম্বর ও পরিচয় তাঁর কাছে রয়েছে। বিষয়টি প্রয়োজন হলে যাচাই করা যেতে পারে। তিনি জানলে কখনোই টিসিবির পণ্য কিনতেন না বলেও দাবি করেন।

নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট দীপা রানী সরকার বলেন, অভিযানে বেকারিতে

মেয়াদোত্তীর্ণ খাদ্যপণ্য, সরকারি টিসিবির পণ্য, অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ এবং স্বাস্থ্যবিধি না মেনে খাদ্য প্রস্তুতের প্রমাণ পাওয়া গেছে। এসব অপরাধে ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ আইন অনুযায়ী ২০ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়েছে।

সাইকেল কাণ্ডের অভিযোগে পদ হারালেন কোটচাঁদপুর উপজেলা জামায়াতের আমির

ঝিনাইদহের কোটচাঁদপুর উপজেলা জামায়াতে ইসলামীর আমির তাজুল ইসলামকে সাময়িকভাবে দলীয় পদ থেকে অব্যাহতি দেওয়া হয়েছে। অনিয়ম ও দলীয় শৃঙ্খলা ভঙ্গের অভিযোগে সাংগঠনিক কারণে এ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে বলে সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা গেছে।

দলীয় সূত্রে জানা যায়, সম্প্রতি কোটচাঁদপুর উপজেলায় এডিবির ২০২৫-২৬ অর্থবছরের বিশেষ বরাদ্দের আওতায় বিতরণ করা সরকারি বাইসাইকেলের মধ্যে একটি মাদ্রাসা শিক্ষার্থীর নামে বরাদ্দকৃত সাইকেল জালিয়াতির মাধ্যমে নিজেই গ্রহণ করেন উপজেলা জামায়াতের আমির তাজুল ইসলাম। পরে সেটি তিনি তাঁর নাতিকে উপহার দেন বলে অভিযোগ ওঠে।

বিষয়টি প্রকাশ্যে আসার পর সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ব্যাপক সমালোচনার সৃষ্টি হয়। পরে স্থানীয় সংসদ সদস্যের নির্দেশে সাইকেলটি উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার (ইউএনও) কার্যালয়ে ফেরত দেওয়া হয়।

অনুসন্ধানে জানা গেছে, কোটচাঁদপুর কামিল মাদ্রাসার সপ্তম শ্রেণির ছাত্র সাইমুন ইসলামের নামে একটি বাইসাইকেল বরাদ্দ ছিল। কিন্তু ওই শিক্ষার্থীকে সাইকেলটি না দিয়ে মাওলানা তাজুল ইসলাম নিজেই মাস্টাররোলে স্বাক্ষর করে সেটি গ্রহণ করেন এবং পরে নিজের মেয়ের বাড়িতে পাঠিয়ে দেন।

এ বিষয়ে জানতে চাইলে মাওলানা তাজুল ইসলাম প্রথমে দাবি করেন, সাইকেলটি তাঁর প্রতিবেশী এক ছেলেকে দেওয়া হয়েছিল। পরে তিনি বক্তব্য পরিবর্তন করে বলেন, তাঁর ছেলে বেকার ও আর্থিক সংকটে থাকায় সাইকেলটি তাঁর নাতনি মারিয়াকে দেওয়া হয়েছিল।

কোটচাঁদপুর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) দীপা রানী ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে জানান, সাইকেল বিতরণে স্বজনপ্রীতির অভিযোগ ওঠার পর স্থানীয় সংসদ সদস্যের পরামর্শে সাইকেলটি ফেরত নেওয়া হয়েছে। এটি প্রকৃত উপকারভোগীর কাছে পুনরায় বিতরণ করা হবে।

তিনি আরও জানান, বাইসাইকেল ছাড়াও অন্যান্য উপকরণ বিতরণে কোনো অনিয়ম হয়েছে কি না, তা খতিয়ে দেখতে তদন্ত চলমান রয়েছে।

এ ঘটনায় অভিযোগের প্রাথমিক সত্যতা পাওয়ায় উপজেলা আমিরকে সাময়িকভাবে দলীয় পদ থেকে অব্যাহতি দেওয়া হয়েছে। একই সঙ্গে সাংগঠনিক প্রক্রিয়া অনুযায়ী অভিযোগের বিষয়ে পরবর্তী ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে বলে জানানো হয়েছে।

জেলা জামায়াতে ইসলামীর দায়িত্বশীল নেতারা জানান, সংগঠনের শৃঙ্খলা ও নীতিমালা বজায় রাখতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। তদন্ত শেষে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত জানানো হবে।

তবে সাময়িকভাবে পদ থেকে অব্যাহতি পাওয়া মাওলানা তাজুল ইসলাম বলেন, “শুনেছি আমাকে সাময়িকভাবে পদ থেকে অব্যাহতি দেওয়া হয়েছে। এমন কর্মকাণ্ড করা উচিত হয়নি। মানুষ মাত্রই ভুল করে, আমারও ভুল হয়েছে।” তবে পদ হারালেও তিনি দলীয় কর্মকাণ্ডে যুক্ত থাকবেন বলে জানান।

একজনের বরাদ্দের সাইকেল অন্যকে দিয়ে ফেঁসে গেলেন জামায়াত

নেতা!

ঝিনাইদহের কোটচাঁদপুরে এডিপির ২০২৫-২৬ অর্থবছরের বিশেষ বরাদ্দের মালামাল বিতরণে ব্যাপক অনিয়ম, স্বজনপ্রীতি ও জালিয়াতির অভিযোগ উঠেছে।

সরকারি বরাদ্দে কেনা এসব বাইসাইকেল, ছাগল, স্প্রে মেশিন, সেলাই মেশিন, ফুটবল ও হুইল চেয়ার বিএনপি ও জামায়াত নেতারা নিজেদের মধ্যে ভাগাভাগি করে নিয়েছেন বলে জানা গেছে।

এরই মধ্যে উপজেলা জামায়াতের আমির তাজুল ইসলাম জালিয়াতির আশ্রয় নিয়ে এক মাদ্রাসা ছাত্রের নামে বরাদ্দকৃত বাইসাইকেল নিজে স্বাক্ষর করে তুলে নেন এবং তা নিজের নাতিকে উপহার দেন।

বিষয়টি জানাজানি হওয়ার পর সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে তীব্র সমালোচনার ঝড় উঠলে, স্থানীয় সংসদ সদস্যের নির্দেশে অবশেষে বুধবার দুপুরে বাইসাইকেলটি উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার (ইউএনও) কার্যালয়ে ফেরত দিতে বাধ্য হয়েছেন ওই জামায়াত নেতা।

সরেজমিন অনুসন্ধানে জানা গেছে, কোটচাঁদপুর কামিল মাদ্রাসার সপ্তম শ্রেণীর ছাত্র সাইমুন ইসলামের নামে একটি বাইসাইকেল বরাদ্দ করা হয়েছিল। কিন্তু ছাত্র সাইমুনকে সেই সাইকেল না দিয়ে কোটচাঁদপুর উপজেলা জামায়াতের আমির তাজুল ইসলাম নিজেই মাস্টাররোলে স্বাক্ষর করে সাইকেলটি তুলে বাড়ি নিয়ে যান। পরবর্তীতে সাইকেলটি তিনি তাঁর মেয়ের বাড়িতে পাঠিয়ে দেন।

ভুক্তভোগী মাদ্রাসা ছাত্র সাইমুন ইসলাম জানায়, তার নামে বরাদ্দ হওয়া সাইকেলটি প্রথমে তাকে দেওয়া হয়নি। তবে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে বিষয়টি নিয়ে তোলপাড় শুরু হলে বুধবার তড়িঘড়ি করে সাইকেলটি তাদের বাড়িতে পৌঁছে দেওয়া হয়।

শুধু জামায়াত আমিরই নন, বিএনপি নেতারাও বরাদ্দকৃত সাইকেল, সেলাই মেশিন ও স্প্রে মেশিন নিজেদের স্বজনদের মাঝে বণ্টন করেছেন বলে সুনির্দিষ্ট অভিযোগ উঠেছে।

এ বিষয়ে জানতে চাইলে জামায়াত নেতা তাজুল ইসলাম প্রথমে দাবি করেন, সাইকেলটি তাঁর প্রতিবেশী এক ছেলেকে দেওয়া হয়েছিল। তবে পরক্ষণেই বক্তব্য বদলে তিনি বলেন, তাঁর ছেলে বেকার এবং আর্থিক সংকটে থাকায়

সাইকেলটি তাঁর পুতনি মারিয়াকে দেওয়া হয়েছিল। একই সাথে তিনি স্বীকার করেন, বরাদ্দকৃত এসব মালামাল জামায়াত ও বিএনপি নেতারা নিজেদের মধ্যে ভাগাভাগি করে নিয়েছেন।

সরকারি মালামাল দলীয় নেতাকর্মীদের মধ্যে ভাগাভাগি ও অনিয়মের এই বিষয়ে তীব্র ক্ষোভ ও প্রতিক্রিয়া জানিয়েছেন বিএনপি নেতা সালাউদ্দিন বুলবুল সিডল।

তিনি বলেন, সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ও বিভিন্ন মাধ্যমে যা শোনা যাচ্ছে, এমন ঘটনা যদি সত্যি হয়ে থাকে তবে তা অত্যন্ত দুঃখজনক এবং একটি খারাপ নজির সৃষ্টি করবে।

তিনি আরও জোর দিয়ে বলেন, “সরকারি বরাদ্দ যদি দলীয় নেতাকর্মীদের মধ্যে এভাবে ভাগাভাগি হয়ে থাকে, তবে প্রশাসনের উচিত দ্রুত তদন্ত করে এর পেছনে জড়িতদের বিরুদ্ধে কঠোর আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

তাজুল ইসলামের এই কর্মকান্ডে ক্ষোভ ও দুঃখ প্রকাশ করেছেন সাবেক মাদ্রাসা শিক্ষক ও জামায়াত সমর্থক শের আলীও। তিনি বলেন, “মাওলানা তাজুল ইসলাম মোটেও কোনো দরিদ্র মানুষ নন। তিনি সাবেক উপজেলা চেয়ারম্যান ছিলেন, শহরে তাঁর নিজস্ব বাড়ি আছে এবং সন্তানরাও ভালো চাকরি করেন। একজন দায়িত্বশীল মানুষের এমন সরকারি বরাদ্দের বাইসাইকেল জালিয়াতি করে নেওয়া কোনোভাবেই ঠিক হয়নি।

বিষয়টি নিয়ে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে সমালোচনার ঝড় উঠলে ঝিনাইদহ-৩ আসনের সংসদ সদস্য মতিয়ার রহমানের নজরে আসে। পরবর্তীতে তাঁরই নির্দেশে বুধবার দুপুরে সাইকেলটি উপজেলা নির্বাহী অফিসে ফেরত আনা হয়।

কোটচাঁদপুর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) দীপা রানী ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে জানান, “সাইকেল বিতরণে স্বজনপ্রীতির অভিযোগ উঠেছিল। পরে স্থানীয় সংসদ সদস্যের পরামর্শক্রমে সাইকেলটি ফেরত আনা হয়েছে এবং এটি নতুন করে প্রকৃত উপকারভোগীর মাঝে বিতরণ করা হয়েছে।

তিনি আরও জানান, বাইসাইকেল ছাড়াও অন্যান্য উপকরণ (যেমন: সেলাই মেশিন, ছাগল, স্প্রে মেশিন ইত্যাদি) বিতরণে আর কোনো অনিয়ম হয়েছে কিনা, তা খতিয়ে দেখতে সুষ্ঠু তদন্ত চালানো হচ্ছে।

কোটচাঁদপুরে ১৩ পিস ইয়াবাসহ দুই মাদক কারবারি গ্রেফতার

ঝিনাইদহের কোটচাঁদপুরে থানা পুলিশের মাদকবিরোধী বিশেষ অভিযানে ১৩ পিস ইয়াবা ট্যাবলেটসহ দুই চিহ্নিত মাদক কারবারিকে গ্রেফতার করা হয়েছে।

গতকাল বৃহস্পতিবার সন্ধ্যা সাড়ে ৬টার দিকে কোটচাঁদপুর পৌরসভার মেইন বাসস্ট্যান্ড এলাকায় গোল্ডেন লাইন পরিবহনের কাউন্টারের সামনে অভিযান চালিয়ে তাদের হাতেনাতে আটক করা হয়।

পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, কোটচাঁদপুর থানা এলাকায় মাদক উদ্ধার ও গ্রেফতারি পরোয়ানা তামিলের দায়িত্ব পালনকালে গোপন সংবাদের ভিত্তিতে এ অভিযান পরিচালনা করা হয়। অভিযানে নেতৃত্ব দেন এসআই (নি.) অমিত কুমার সাহা। এ সময় তাঁর সঙ্গে সঙ্গীয় পুলিশ সদস্যরাও উপস্থিত ছিলেন।

গ্রেফতারকৃতরা হলেন, কোটচাঁদপুর উপজেলার গুড়পাড়া গ্রামের রবিউল ইসলামের ছেলে মোহাম্মদ ইব্রাহিম (২৬) এবং বাসস্ট্যান্ড পূর্বপাড়া এলাকার মোশারফ হোসেনের ছেলে ইমরান সিদ্দিক (৩৫)।

কোটচাঁদপুর থানা পুলিশ জানায়, গ্রেফতারকৃতদের কাছ থেকে ১৩ পিস ইয়াবা ট্যাবলেট উদ্ধার করা হয়েছে। উদ্ধারকৃত ইয়াবাগুলো জব্দ তালিকাভুক্ত করা হয়েছে। তাদের বিরুদ্ধে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে মামলা দায়েরের প্রক্রিয়া চলছে। প্রয়োজনীয় আইনগত ব্যবস্থা শেষে তাদের আদালতে সোপর্দ করা হবে।

পুলিশ আরও জানায়, মাদকের বিরুদ্ধে সরকারের ‘জিরো টলারেন্স’ নীতি বাস্তবায়নে কোটচাঁদপুর থানা পুলিশের বিশেষ অভিযান ভবিষ্যতেও অব্যাহত থাকবে।

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[

জনপ্রতিনিধি ও সচেতন নাগরিকদের সমন্বিতভাবে কাজ করার আহ্বান জানান। তিনি বলেন, “মানবপাচার একটি সামাজিক অপরাধ। সচেতনতা বৃদ্ধি এবং সম্মিলিত উদ্যোগের মাধ্যমে এ অপরাধ প্রতিরোধ করা সম্ভব।”

কোটচাঁদপুরে পানিতে ডুবে শিশুর মৃত্যু

ঝিনাইদহের কোটচাঁদপুরে পুকুরের পানিতে ডুবে অরিন হোসেন (৮) নামে এক শিশুর মর্মান্তিক মৃত্যু হয়েছে।

শনিবার (১৩ জুন) বিকেলে দোড়া ইউনিয়নের সুয়াদি গ্রামে এ হৃদয়বিদারক ঘটনাটি ঘটে। মৃত অরিন হোসেন কোটচাঁদপুর পৌর শহরের বিশিষ্ট স্যানিটারি ব্যবসায়ী মোঃ আমজাদ হোসেন রনির একমাত্র ছেলে।

পারিবারিক ও স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, আমজাদ হোসেন রনি তার ছেলেকে নিয়ে শনিবার গ্রামের বাড়ী সুয়াদি বেড়াতে যান। বিকেলে বাড়ির অন্য শিশুদের সঙ্গে খেলার সময় অসাবধানতাবশত অরিন সবার অগোচরে বাড়ির পাশের একটি পুকুরে পড়ে যায়।

দীর্ঘক্ষণ তাকে দেখতে না পেয়ে পরিবারের লোকজন খোঁজাখুঁজি শুরু করেন। একপর্যায়ে পুকুরের পানিতে তাকে ভাসমান অবস্থায় দেখতে পান।

পরে উদ্ধার করে দ্রুত কোটচাঁদপুর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে কর্তব্যরত চিকিৎসক পরীক্ষা-নিরীক্ষা শেষে অরিনকে মৃত ঘোষণা করেন।

এই অনাকাঙ্ক্ষিত মৃত্যুতে কোটচাঁদপুর ব্যবসায়ী সমিতির পক্ষ থেকেও গভীর শোক ও সমবেদনা জ্ঞাপন করা হয়েছে। একমাত্র সন্তানকে হারিয়ে বাবা আমজাদ হোসেন রনি ও পরিবারের সদস্যরা শোকে বাকরুদ্ধ হয়ে পড়েছেন।

ময়নাতদন্ত ছাড়াই পরিবারের আবেদনের প্রেক্ষিতে আইনি প্রক্রিয়া

শেষে অরিনের মরদেহ দাফনের প্রস্তুতি চলছে।

কোটচাঁদপুরে পাঁচ বছরে ২৫ কোটি বৃক্ষরোপণ কর্মসূচির উদ্বোধন

জলবায়ু পরিবর্তনের বিরূপ প্রভাব মোকাবিলা, পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা এবং সবুজ বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে দেশব্যাপী পাঁচ বছর মেয়াদি ‘২৫ কোটি বৃক্ষরোপণ’ কর্মসূচির অংশ হিসেবে ঝিনাইদহের কোটচাঁদপুরে আনুষ্ঠানিকভাবে বৃক্ষরোপণ কর্মসূচির উদ্বোধন করা হয়েছে।

শনিবার (১৩ জুন) দুপুর সাড়ে ১২টায় উপজেলা প্রশাসন ও উপজেলা সামাজিক বনায়ন নার্সারী এবং প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের আয়োজনে উপজেলা পরিষদ চত্বরে আমলকী ও অর্জুন গাছের চারা রোপণের মাধ্যমে কর্মসূচির উদ্বোধন করেন অতিথিরা। পরে উপজেলার কুশনা ইউনিয়নের আমেরিকা সড়কে ফলজ, বনজ, ঔষধি ও কাঠজাতীয় বিভিন্ন প্রজাতির গাছের চারা রোপণ করা হয়।

উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) দীপা রানী সরকারের সভাপতিত্বে আয়োজিত অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা কৃষিবিদ জাহিদ হোসেন, কোটচাঁদপুর থানার অফিসার ইনচার্জ আনসারুল্লাহ, উপজেলা বিএনপির সভাপতি আব্দুর রাজ্জাক, সাধারণ সম্পাদক মো. লিয়াকত আলী, পৌর জামায়াতের আমির মাওলানা আব্দুল কাইয়ুম, উপজেলা বিএনপির দপ্তর সম্পাদক শহিদুল ইসলাম ভূঁইয়া, এনসিপি প্রতিনিধি হৃদয় আহসান, সাংবাদিক এস এম রায়হান উদ্দীন, সাংবাদিক মঈন উদ্দিন খান, উপজেলা বনায়ন প্রকল্পের এফজি কামরুজ্জামানসহ বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার প্রতিনিধিরা।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে ইউএনও দীপা রানী সরকার বলেন, “পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা এবং জলবায়ু পরিবর্তনের ক্ষতিকর প্রভাব মোকাবিলায় বৃক্ষরোপণের কোনো বিকল্প নেই। প্রধানমন্ত্রীর এই মহতী

উদ্যোগকে সফল করতে কোটচাঁদপুর উপজেলার সর্বস্তরের মানুষকে স্বতঃস্ফূর্তভাবে গাছ লাগাতে হবে এবং রোপিত গাছের পরিচর্যায়ও আন্তরিক হতে হবে।”

তিনি আরও বলেন, উপজেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে কর্মসূচির সফল বাস্তবায়নে প্রয়োজনীয় সব ধরনের প্রশাসনিক সহযোগিতা ও তদারকি অব্যাহত থাকবে।

অনুষ্ঠানে উপজেলার বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি দপ্তরের কর্মকর্তা, পরিবেশবাদী সংগঠনের প্রতিনিধি, স্থানীয় সাংবাদিক, শিক্ষার্থী এবং সমাজের বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার মানুষ অংশগ্রহণ করেন।

উপস্থিত বক্তারা পরিবেশ রক্ষা ও ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য একটি বাসযোগ্য পৃথিবী গড়ে তুলতে বেশি বেশি বৃক্ষরোপণের ওপর গুরুত্বারোপ করেন।

কোটচাঁদপুরে দিনব্যাপী পার্টনার কনগ্রেস ২০২৬ অনুষ্ঠিত

কোটচাঁদপুরে ২০২৫-২৬ অর্থবছরে প্রোগাম অন এগ্রি কালচারাল এন্ড রুরাল ট্রান্সফরমেশন ফর নিউট্রিশন এন্টারপ্রেনরশিপ রেসিলিয়েন্স ইন বাংলাদেশ (পার্টনার) আওতায় পার্টনার কনগ্রেস ২০২৬ অনুষ্ঠিত হয়েছে।

বৃহস্পতিবার সকালে উপজেলা পরিষদের মিলনায়তন কক্ষে কৃষি অফিসারের আয়োজনে দিনব্যাপী এই পার্টনার কনগ্রেসের আয়োজন করা হয়।

এ সময় অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, ঝিনাইদহ কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের খামারবাড়ি উপপরিচালক কৃষিবিদ কামরুজ্জামান।

উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মিজ্ দিপা রানী সরকারের সভাপতিত্বে

বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, যশোর অঞ্চলের পার্টনার প্রকল্পের সিনিয়র মনিটরিং অফিসার কৃষিবিদ শেখ সাজ্জাদ হোসেন, উপজেলা সিনিয়র মৎস কর্মকর্তা দ্বিন ইসলাম,মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত তদন্ত কর্মকর্তা আহসান উল্লাহ,অতিরিক্ত উপপরিচালক (শস্য) কৃষিবিদ আনিসুজ্জামান খান, উপজেলা কৃষি অফিসার কৃষিবিদ মোহাম্মদ জাহিদ হোসেন, এবং কৃষি সম্প্রসারণ কর্মকর্তা কৃষিবিদ মোহাম্মদ জসিম উদ্দীন।

এসময় অনুষ্ঠান সঞ্চলনা করেন,উপজেলা অতিরিক্ত কৃষি অফিসার টিপু সুলতান। সে সময় অনুষ্ঠানে কনগ্রেসে পুষ্টি উদ্যোক্তা উন্নয়ন ও জলবায়ু সহনশীল কৃষির মাধ্যমে গ্রামীণ অর্থনীতির রূপান্তর নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়। কৃষি কর্মকর্তারা জানান, পার্টনার প্রকল্পের মাধ্যমে স্থানীয় কৃষক ও উদ্যোক্তারা আধুনিক প্রযুক্তি, প্রশিক্ষণ ও বাজার সংযোগের সুবিধা পাবেন। অনুষ্ঠানে কৃষি অফিসের কর্মকর্তা, উপকারভোগী কৃষক ও স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিরা অংশ নেন।